পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার এক বছর দশ মাস আট দিন পরে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠিত হল দেশের প্রথম বিরোধী দল, সাবেক মুসলিম লিগ ভেঙে ‘আওয়ামি মুসলিম লিগ। হুসেন সোহরাওয়ার্দি, আব্দুল হামিদ খান ভাসানি, শামসুল হক, শেখ মুজিব প্রমুখ নেতারাই গড়েন এই দল। মুজিব তখন জেলে। জেলে থাকা অবস্থাতেই তিনি এ দলের এক নম্বর যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর লিগের কাউন্সিল সভায় আওয়ামি মুসলিম লিগ থেকে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দেন মুজিব। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মুজিবের এই রূপান্তরকে লক্ষ করতেই হবে

তখনও অবিভক্ত ভারত। সালটা ১৯৩৮। পূর্ববঙ্গের গোপালগঞ্জে একটি মিশনারি স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছেন সেই সময়ে বাংলার প্রধানমন্ত্রী (তখন এটাই বলা হত) এ কে ফজলুল হক এবং শ্রমমন্ত্রী হুসেন সোহরাওয়ার্দি। স্কুল পরিদর্শন করে দুই মন্ত্রী ফিরে যাচ্ছেন স্থানীয় ডাকবাংলোয়। তাঁদের এগিয়ে দিচ্ছেন প্রধান শিক্ষক–সহ স্কুলের আরও কয়েকজন শিক্ষক। যাওয়ার পথে তাঁদের রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে পড়ল কয়েকটি ছেলে। ভুরু কুঁচকে উঠল প্রধান শিক্ষকের। কারণ ছেলেগুলি তাঁদের স্কুলেরই ছাত্র। দুই মন্ত্রী কিন্তু বেশ কৌতূহলী। ছেলেগুলিকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘রাস্তা আটকে রেখেছ কেন?’ প্রশ্নে এগিয়ে এল শ্যামলবরণ একটি কিশোর, তার মুখে ভয়ডরের কোনও চিহ্ন নেই। দুই মন্ত্রীর মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে সক্ষোভে সে জানাল, তাদের ছাত্রাবাসের ছাদ ভাঙা। বারবার বলেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না। যে কোনওদিন বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। মন্ত্রীরা কি এ ব্যাপারে কিছু করতে পারেন?

অকুতোভয় এই কিশোর সেদিন নজর কেড়েছিল সোহরাওয়ার্দির। এই ছেলেটির মধ্যে তিনি দেখেছিলেন সামনে এগিয়ে গিয়ে নেতৃত্বদানের সহজাত ক্ষমতা। তাঁর দিনলিপির পৃষ্ঠায় বিচক্ষণ রাজনীতিক সোহরাওয়ার্দি লিখে রেখেছিলেন, এই কিশোর পরবর্তীকালের সম্ভাবনাময় এক নেতা। আর হ্যাঁ, মন্ত্রী তাঁর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে ছাদ মেরামতির জন্য মঞ্জুর করেছিলেন ১২০০ টাকা। সে আমলে ওই টাকার পরিমাণটা কম নয়।

সোহরাওয়ার্দির ভবিষ্যদ্বাণী বৃথা যায়নি। পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশে অন্যতম প্রধান দেশনেতা হিসাবে উঠে এসেছিলেন সেদিনের সেই কিশোর। পাকিস্তানি নাগপাশ থেকে মুক্ত করে তাঁর নিজ জন্মভূমিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বাধীন দেশ হিসেবে। আজ সারা বিশ্ব যাকে চেনে ‘বাংলাদেশ’ নামে। আর তাঁর পরিচয়? শেখ মুজিবর রহমান। আগামী ১৭ মার্চ পালিত হবে যাঁর শতবর্ষ।

মুজিবের গোটা জীবনটাই রক্তাক্ত সংগ্রামের। বাংলা ভাষা, বাংলার মাটি ও বাঙালি জাতিসত্তার মর্যাদা রক্ষায় বারম্বার পথে নেমে লড়াই করেছেন তিনি। অসংখ্যবার কারারুদ্ধ হয়েছেন দেশদ্রোহের অভিযোগে, তাঁকে জড়ানো হয়েছে মিথ্যা মামলায়। কিন্তু ফৌজি বলদর্পী কোনও শাসকই স্তব্ধ করতে পারেনি তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে মুজিবের রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দেওয়ার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। জনমতের চাপে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হয় মুজিবকে। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেস কোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় কারামুক্ত শেখ মুজিবকে বীরের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই জনসভায় দশ লক্ষ মানুষ এসেছিলেন। এই সভাতেই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি প্রদান করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে ওই ভূখণ্ডের ‘বাংলাদেশ’ হয়ে ওঠার প্রতিটি অধ্যায়ই শত শহিদের রক্তে রাঙানো। ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান’ দাবির ভিত্তিতেই একদিন ভারত ভাগ হল। বিশাল এক পাখির দু’টি ডানা ছেঁটে দিলে যেমন হয় ঠিক যেন তেমনই রূপ নিয়ে জন্ম নিল পাকিস্তান। তার দু’টি অংশ পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান। মাঝে কয়েক হাজার মাইলের ব্যবধান। ভৌগোলিক নৈকট্য নেই, ভাষা–সংস্কৃতি–জীবনযাপন প্রণালী – কোনও কিছুতেই মিল নেই, শুধু ধর্ম এক, এমন এক বিচিত্র বন্ধনডোরে পথ চলা শুরু হল নবীন এক রাষ্ট্রের। জিন্নার স্বপ্ন সফল হল বটে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান বাঙালির মোহভঙ্গ ঘটতে দেরি হল না। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহম্মদ আলি জিন্না ঢাকা সফরে এসে ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও তিনি বললেন একই কথা। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবাদের ঝড় উঠল। আনিসুজ্জামানের লেখায় (কাল নিরবধি) পাই, ‘পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই বাংলাকে পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেছিলেন কিছু তরুণ প্রবীণ লেখক–সাংবাদিক–অধ্যাপক। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ ক্ষেত্রে প্রথম না হলেও তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ছ’মাসের মধ্যে গণ পরিষদের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন বীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে (পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) এই প্রস্তাব বাতিল হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। এর নেতৃত্ব দেন তমদ্দুন মজলিস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং পরে ব্যাপকতর প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১১ মার্চ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করা হয়। শেখ মুজিবর রহমান ও আলি আজাদ–সহ অনেকে গ্রেপ্তার হন ও পুলিশের আক্রমণে আহত হন। আন্দোলনের মুখে ১৫ মার্চ পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে এক চুক্তি করেন। ফলে বন্দিরা মুক্তি পান। তবে চুক্তির বাকি শর্ত আর পালিত হয়নি।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব সব সময়েই প্রতিবাদীর ভূমিকায়। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই এ এবং বি এ ডিগ্রি লাভের পর আইন নিয়ে পড়তে ঢুকেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। গড়ে তুললেন ইস্ট পাকিস্তান মুসলিম স্টুডেন্টস লিগ। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায় এবং উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অনশন ধর্মঘটে বসায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বহিষ্কৃতও হন।

ছাত্র আন্দোলন থেকে ক্রমে ক্রমে মুজিব জড়িয়ে গেলেন দেশের রাজনীতিতে। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার এক বছর দশ মাস আট দিন পরে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠিত হল দেশের প্রথম বিরোধী দল, সাবেক মুসলিম লিগ ভেঙে ‘আওয়ামি মুসলিম লিগ। হুসেন সোহরাওয়ার্দি, আব্দুল হামিদ খান ভাসানি, শামসুল হক, শেখ মুজিব প্রমুখ নেতারাই গড়েন এই দল। মুজিব তখন জেলে। জেলে থাকা অবস্থাতেই তিনি এ দলের এক নম্বর যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর লিগের কাউন্সিল সভায় আওয়ামি মুসলিম লিগ থেকে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দেন মুজিব। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মুজিবের এই রূপান্তরকে লক্ষ করতেই হবে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গে মুজিব–সহ অনেক নেতার কাছেই ‘পাকিস্তান’ ছিল এক মুক্তির স্বপ্ন। যে মুসলমান নেতার মন্ত্রশিষ্য হিসেবে মুজিবের রাজনীতিতে পথ চলা শুরু সেই নেতা সোহরাওার্দির ভাবমূর্তি এই বঙ্গে মোটেই পরিচ্ছন্ন ছিল না। বরং একটা বড় অংশেরই অভিযোগ, ছেচল্লিশের দাঙ্গার কুখ্যাত নায়ক তিনিই। অজস্র রক্তপাত, মৃত্যু, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, লক্ষাধিক মানুষের উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া – এমন সব ঘটনার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের জন্ম হল, কিন্তু পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানরা মুক্তির আস্বাদ পেলেন কই! ধর্ম ও দ্বিজাতিতত্ত্ব কোনও মুক্তির নিশানা দেখাতে পারল না। দেখা গেল, সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা নির্মমভাবে শোষিত হচ্ছেন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের হাতে। মুজিব অনুভব করেছিলেন, শুধু ধর্মের জিগির তুলে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িক বিভেদবুদ্ধি ভুলে মুসলমান–হিন্দু সকলকে একসঙ্গে নিয়েই পথ চলতে হবে। রক্ষা করতে হবে বাঙালির জাতিসত্তাকে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের কারও কারও অভিমত, বর্তমান বাংলাদেশে কিছু মৌলবাদী শক্তির আস্ফালন সত্ত্বেও মুক্তবুদ্ধির যে চর্চা অব্যাহত রয়েছে অ–সাম্প্রদায়িক সেই ভাবধারার সূচনায় মুজিবর রহমানের অবদান কম নয়। যদিও তাঁর শেষ জীবনের কিছু পদক্ষেপ সেই ভাবমূর্তিকে কিছুটা মলিন করেছে। সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। তবে মুজিব হত্যার পর কিছু নেতা যেভাবে মুজিবের সকল কীর্তিকেই নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছেন তা কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। মুজিবের জনপ্রিয়তা কতখানি তার আভাস পাওয়া যায়, ২০০৪ সালে বিবিসি–র এক জনমত সমীক্ষায়। ওই সমীক্ষায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে উঠে এসেছিল মুজিবের নাম।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে অখণ্ড